যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩৭১

১/ বিবিধ

আরবী

ستفتح عليكم الآفاق، وستفتح عليكم مدينة يقال لها: قزوين، من رابط فيها أربعين يوما أو أربعين ليلة، كان له فى الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء، عليها قبة من ياقوتة حمراء، لها سبعون ألف مصراع من ذهب، على كل مصراع زوجة من الحور العين

موضوع

أخرجه ابن ماجه (2 / 179) والرافعي في " أخبار قزوين " (1 / 6 ـ 7) والمزي في " تهذيب الكمال " (8 / 448 ـ مطبوع) من طريق داود بن المحبر، أنبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس مرفوعا

أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 55) من هذا الوجه وقال: موضوع: داود وضاع وهو المتهم به، والربيع ضعيف، ويزيد متروك

وقال المزي في " التهذيب " وهو حديث منكر لا يعرف إلا من رواية داود وأقره السيوطي في " اللآليء " (1 / 463)

قلت: وفي ترجمته ساق الذهبي له هذا الحديث، ثم قال

فلقد شان ابن ماجه " سننه " بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها

قلت: ومن هذا تعلم قيمة قول الرافعي عقب هذا الحديث مشهور: " رواه عن داود جماعة، وأودعه الإمام ابن ماجه في " سننه "، والحفاظ يقرنون كتابه بـ " الصحيحين "، و سنن أبي داود

বাংলা

৩৭১। তোমাদের জন্য প্রান্তসমূহের বিজয় সাধিত করা হবে এবং অচিরেই তোমাদের জন্য একটি শহরকে মুক্ত করে দেয়া হবে, যাকে বলা হয় কাযবীন। যে ব্যক্তি সেখানে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত পাহারাদার হিসাবে নিয়োজিত থাকবে, তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি স্তম্ভ হবে। যার উপর সবুজ রঙের যাবারজাদ পাথর থাকবে এবং তার উপর লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরের কুব্বা থাকবে। তার সত্তর হাজার স্বর্ণের দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় একটি করে হুরিয়ীনদের থেকে স্ত্রী থাকবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/১৭৯), রাফে'ঈ "আখবারু কাযবীন" গ্রন্থে (১/৬-৭) এবং মিযযী "তাহযীবুল কামাল" গ্রন্থে (৮/৪৪৮) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে রাবী' ইবনু সাবীহ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযু'আত" গ্রন্থে (২/৫৫) উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি বানোয়াট। দাউদ জালকারী তিনিই এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী। আর বর্ণনাকারী রাবী' হচ্ছেন দুর্বল এবং ইয়াযীদ মাতরূক।

মিযযী "আত-তাহযীব" গ্রন্থে বলেনঃ হাদীসটি মুনকার। দাউদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে এটিকে চেনা যায় না।

সুয়ূতী তার এ বক্তব্যকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৪৬৩) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ যাহাবী দাউদের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ ইবনু মাজাহ তার "সুনান" গ্রন্থে বানোয়াট হাদীসটির প্রবেশ ঘটিয়ে সুনানকে দোষী করেছেন। জাল হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি উল্লেখ করার পর রাফে'ঈ যে কথা বলেছেন, তাতে তার কথার মূল্যায়ন কতটুকু তা জানা যায়।

তিনি বলেছেনঃ হাদীসটি মাশহুর, দাউদ হতে কতিপয় ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনু মাজাহ্ তার "সুনান" গ্রন্থে হেফাযাত করেছেন এবং তার গ্রন্থকে হাফিযগণ তুলনা করেছেন সহীহাইন এবং আবু দাউদের সাথে...।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=67956

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন